দ্বিতীয় অধ্যায়
দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

[বাংলাদেশ গত এক দশকে গড়ে ৬ শতাংশের ওপর জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৬.২৩ শতাংশ, যা চলতি অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী সামান্য হ্রাস পেয়ে ৬.০৩ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে কৃষিখাতে ৫ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জনের পর উচ্চ ভিত্তির প্রভাবে (high base effect)২০১১-১২ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩.১১ শতাংশে দাঁড়ায়, যা চলতি অর্থবছরে ২.১৭ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। মূলত কৃষিখাতের শস্য ও শাকসব্জি উপখাতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পুরাপুরি অর্জিত না হওয়ায় এ খাতের প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে স্থিরমূল্যে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৮.৭০ শতাংশ, ৩১.৯৯ শতাংশ ও ৪৯.৩০ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ হার ছিল যথাক্রমে ১৯.৪২ শতাংশ, ৩১.১৩ শতাংশ ও ৪৯.৪৫ শতাংশ । ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জিডিপি'র ৮০.৭৫ শতাংশে পৌঁছেছে। চলতি অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ১৯.২৫ শতাংশে। রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় সঞ্চয় ২০১১-১২ অর্থবছরের জিডিপি'র ২৯.১৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থবছরে ২৯.৫১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিনিয়োগ ২০১১-১২ অর্থবছরের জিডিপি'র ২৬.৫৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপি'র ২৬.৮৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।]

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর হিসাব অনুযায়ী বিগত ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬.০৭ শতাংশ ও ৬.৭১ শতাংশ। মন্দা-পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোসহ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ৬ শতাংশের ঊর্ধ্বে প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ৬.২৩ শতাংশ। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৬.০৩ শতাংশ। তবে বর্তমানে ১৯৯৫-৯৬ সালকে ভিত্তি বছর ধরে স্থিরমূল্যে জিডিপি প্রাক্কলন করা হচ্ছে। আগামী অর্থবছর থেকে জিডিপি প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে ২০০৫-০৬ সালকে ভিত্তি বছর হিসেবে ধরা হবে। এতে নতুন নতুন খাত অন্তর্ভূক্ত হয়ে জিডিপির ভিত্তি সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চলতি বাজার মূল্যে স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

চলতি বাজার মূল্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরের বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী জিডিপি'র আকার দাঁড়িয়েছে ১০,৩৭৯,৮৬৭ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের জিডিপি (৯,১৮১,৪১৪ কোটি টাকা) অপেক্ষা ১৩.০৫ শতাংশ বেশি। ২০১২-১৩ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬৭,৫৭৭ টাকা, যা গত অর্থবছরের মাথাপিছু জিডিপি ৬০,৫৭১ টাকা হতে ১১.৫৭ শতাংশ বেশি। ২০১১-১২ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৭৭ শতাংশ। অন্যদিকে চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ৭৪,৩৮০ টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৬৬,৪৬৩ টাকা। মার্কিন ডলার হিসেবে চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯২৩ ও ৮৫৯ মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি'র পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৪০ ও ৭৮২ মার্কিন ডলার। সারণি ২.১-এ ২০০৭-০৮ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে মোট এবং মাথাপিছু

জিডিপি ও স্থুল জাতীয় আয় (জিএনআই) এবং সারণি ২.২-এ ২০০৭-০৮ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে খাতভিত্তিক স্থুল দেশজ উৎপাদ দেখানো হ'ল:

সারণি ২.১: চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জিএনআই

সূচক	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
জিডিপি (কোটি টাকায়)	৫৪৫৮২২	৬১৪৭৯৫	৬৯৪৩২৪	৭৯৬৭০৪	৯১৮১৪১	১০৩৭৯৮৭
জিএনআই (কোটি টাকায়)	৫৯৪২১২	৬৭০৬৯৬	৭৫৮৯২৮	৮৬৯২১৭	১০০৭৪৪৩	১১৪২৪৭৯
জনসংখ্যা (কোটিতে)	১৪.২৪	১৪.৪২	১৪.৬১	১৪.৯৭	১৫.১৬	১৫.৩৬
মাথাপিছু জিডিপি (টাকায়)	৩৮৩৩০	৪২৬২৮	৪৭৫৩৬	৫৩২৩৮	৬০৫৭১	৬৭৫৭৭
মাথাপিছু জিএনআই (টাকায়)	৪১৭২৮	৪৬৫০৪	৫১৯৫৯	৫৮০৮৩	৬৬৪৬৩	৭৪৩৮০
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলারে)	৫৫৯	৬২০	৬৮৭	৭৪৮	৭৬৬	৮৩৮
মাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলারে)	৬০৮	৬৭৬	৭৫১	৮১৬	৮৪০	৯২৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক হিসাব

সারণি ২.২: চলতি বাজার মূল্যে স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
১। কৃষি ও বনজ	৮০২০১	৮৯৪২৬	১০০৫৮৮	১১৩৫৮২	১২৫৭৫১	১৩৬৯৮৭
ক) শস্য ও শাকসব্জি	৬০৫৭৮	৬৭২৪৭	৭৫৩৩৯	৮৫২৩৮	৯৩৬৫৮	১০০৮৩৪
খ) প্রাণি সম্পদ	১২১১৮	১৪০০২	১৬২১৯	১৮৪৭০	২১২১৮	২৪১৬৯
গ) বনজ সম্পদ	৭৫০৫	৮১৭৭	৯০৩০	৯৮৭৪	১০৮৭৬	১১৯৮৫
২। মৎস্য সম্পদ	১৯৭৯০	২১৮০৬	২৪২২৩	২৬৯৯৬	৩১০০৩	৩৫৬৭২
৩। খনিজ ও খনন	৬১৫২	৭০৯১	৮১১৪	৯০৬৩	১০৪৪৬	১২৪১৩
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৩১৬৪	৩৫৯০	৪০৩৯	৪২৬২	৪৭২৯	৫৫৩৬
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	২৯৮৮	৩৫০১	৪০৭৫	৪৮০১	৫৭১৬	৬৮৭৭
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	৯৩৯০১	১০৬৪৪৫	১২০১০৮	১৩৫৫৫১	১৫৫৭৫০	১৭৬০৩০
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	৬৬৭৫৯	৭৫৬১০	৮৪৮৯৯	৯৭১২১	১১২০৭৫	১২৭১৯৬
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	২৭১৪২	৩০৮৩৫	৩৫২০৯	৩৮৪৩০	৪৩৬৭৫	৪৮৮৩৪
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	৬০৭০	৬৫৪২	৭১৯৫	৮২১১	৯৫৯৫	১১১৬৯
ক) বিদ্যুৎ	৪৯৫৫	৫৩১১	৫৮৪০	৬৭৭৫	৮০৩১	৯৪৩৩
খ) গ্যাস	৭১৬	৭৯৩	৮৭৬	৯০৮	৯৬৬	১০৭৫
গ) পানি	৩৯৯	৪৩৮	৪৭৯	৫২৯	৫৯৭	৬৬১
৬। নির্মাণ	৪৩৮৫৪	৫০১২৫	৫৫৬৫৮	৬৩৯৮২	৭৬৬৩৫	৮৯৯৮৫
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	৭৮২২০	৮৮২৭৬	১০০২৯৫	১১৫৯৫৯	১৩০৬৮৪	১৪৩৪৯৩
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	৩৮৮৯	৪৪৬০	৫১৫০	৫৯৯৮	৭১৩৭	৮২৪৯
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৫৬৯০৭	৬৪২৮০	৭১৮৮০	৮৫৪৬৫	১০১৮১০	১১৮৭৪৭
ক) স্থুল পথ পরিবহন	৪২৮৫৭	৪৮৩৬৫	৫৪১৫৯	৬৬০৮৮	৮০৩৬৬	৯৪৯২৫
খ) পানি পথ পরিবহন	৩৬২১	৩৯২৩	৪২১৪	৪৫৩২	৪৯৬১	৫৩১৭
গ) আকাশ পথ পরিবহন	৫৪৬	৫৮৯	৬৪৯	৭২২	৮৩২	৯৬৯
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	১৫৬৯	১৭৫৮	১৯৩৮	২০৭০	২৪৫৩	২৮৬২
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৮৩১৪	৯৬৪৫	১০৯২০	১২০৫৩	১৩১৯৮	১৪৬৭৪
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	৮৯৫৫	১০২৪৫	১২৩০০	১৪৪৮৪	১৭৫৭৬	২০৫২৯
ক) ব্যাংক	৬৬৫৬	৭৬১৩	৯০৬৩	১০৬২১	১২৯৬৮	১৫১৬২
খ) বীমা	১৯৩০	২২০১	২৭০২	৩২৩১	৩৮৫৬	৪৪৯০
গ) অন্যান্য	৩৬৮	৪৩১	৫৩৫	৬৩২	৭৫২	৮৭৭
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৩৮০৫৮	৪১৬১৬	৪৫৬৮৩	৫০৩৩৭	৫৮৯৪৯	৬৫৬৫৩
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	১৪৪২৭	১৬৩৬০	১৮৭৫৭	২২৩৮১	২৫৩২১	২৮৪২৮
১৩। শিক্ষা	১৩৫৩১	১৫৪৯৪	১৭৯০৮	২১৩০৮	২৪০৫৮	২৭৯৩৬
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১১৮১৯	১৩৩৯১	১৫১৪২	১৭৫৮২	২০৫৭৪	২৩৫৮০
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৫০২০০	৫৮৩৬৪	৬৮৪৬৬	৭৭৮৭৬	৯১৪৮৫	১০৪১০০
আমদানি শুল্ক	১১৭৩৩	২০৮৭১	২২৮৫৩	২৭৯৩১	৩১৩৬৭	৩৫০১৬
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	৫৪৫৮২২	৬১৪৭৯৫	৬৯৪৩২৪	৭৯৬৭০৪	৯১৮১৪১	১০৩৭৯৮৭
চলতি বাজার মূল্যে প্রবৃদ্ধি হার	১৫.৫২	১২.৬৪	১২.৯৪	১৪.৭৫	১৫.২৪	১৩.০৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক

খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি

উৎপাদন ভিত্তিতে নিরূপিত জিডিপি ১৫ টি খাত নিয়ে গঠিত। খাতসমূহ কৃষি, শিল্প ও সেবা- এ তিনটি বৃহৎ খাতে (broad sector) বিভক্ত। এছাড়া, কয়েকটি খাত আবার একাধিক উপখাতে বিভক্ত। সার্বিক খাত হিসেবে কৃষি খাত কৃষি ও বনজ এবং মৎস্য- এ দুটি খাতের সমন্বয়ে গঠিত। সার্বিক শিল্প খাতের আওতাধীন খাতসমূহ হচ্ছে খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, হোটেল ও রেঁস্তোরা, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতসমূহের সমন্বিত উৎপাদনই সেবা খাতের মোট উৎপাদন। সারণি ২.৩ এবং লেখচিত্র ২.১ এ ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার উপস্থাপন করা হ'ল।

সারণি ২.৩: ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার

খাত/উপখাত	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
১। কৃষি ও বনজ	২.৯৩	৪.১০	৫.৫৬	৫.০৯	২.৪৬	১.১৮
ক) শস্য ও শাকসজি	২.৬৭	৪.০২	৬.১৩	৫.৬৫	১.৯৫	০.১৫
খ) প্রাণি সম্পদ	২.৪৪	৩.৪৮	৩.৩৮	৩.৪৮	৩.৩৯	৩.৪৯
গ) বনজ সম্পদ	৫.৪৭	৫.৬৯	৫.২৩	৩.৯০	৪.৪২	৪.৪৭
২। মৎস্য সম্পদ	৪.১৮	৪.১৬	৪.১৫	৫.২৫	৫.৩৯	৫.৫২
৩। খনিজ ও খনন	৮.৯৪	৯.৮৪	৮.৮০	৪.৮০	৭.৭৯	১১.১২
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৮.২৬	৯.১৫	৮.১২	১.০৫	৪.৯৯	১০.২৮
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	১০.০১	১০.৯০	৯.৮৪	১০.৪৩	১১.৬৩	১২.২১
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	৭.২১	৬.৬৮	৬.৫০	৯.৪৫	৯.৩৭	৯.৩৪
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৭.২৬	৬.৫৮	৫.৯৮	১০.৯৪	১০.৫২	১০.৩২
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৭.১০	৬.৯০	৭.৭৭	৫.৮৪	৬.৪৫	৬.৭৬
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	৬.৭৭	৫.৯১	৭.২৮	৬.৬৩	১২.০৩	৮.৫৭
ক) বিদ্যুৎ	৬.৬৮	৫.৩৯	৭.২১	৭.৩৩	১৩.১৫	৮.৬৩
খ) গ্যাস	৭.৭২	৮.৪২	৭.৫১	০.৮২	৪.২৭	৯.১৬
গ) পানি	৬.০০	৮.৩৯	৭.৭৭	৮.৯৯	১১.৫৪	৬.৫৬
৬। নির্মাণ	৫.৬৮	৫.৭০	৬.০১	৬.৫১	৭.৫৭	৮.০৫
৭। পাইকারি ও খুচরা বিপণন	৬.৮২	৬.২১	৫.৮৭	৬.৩১	৫.৬৩	৪.৬৯
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	৭.৫৫	৭.৫৮	৭.৬১	৭.৫৫	৭.৫৮	৭.৬৩
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৮.৫৫	৮.০১	৭.৬৯	৫.৬৯	৬.৬২	৬.৭০
ক) স্থল পথ পরিবহন	৪.৫৪	৫.১৭	৫.৯৮	৪.১৩	৫.৫০	৪.৮২
খ) পানি পথ পরিবহন	২.৫৪	২.৪৬	১.০১	১.০৫	১.২৪	১.৫০
গ) আকাশ পথ পরিবহন	৬.২০	৭.৩৮	৯.১৩	৮.২৬	১৩.২৪	১৪.৭৬
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	৮.৪৫	৯.৬৪	৮.১৫	৩.৫০	১০.৬৬	৮.৪১
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	২১.৬৪	১৬.১১	১২.৯৫	১০.০১	৯.২৪	১০.৬৭
১০। আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৮.৮৯	৮.৯৯	১১.৬৪	৯.৬৪	১১.০৪	৮.৯৯
ক) ব্যাংক	৮.৩৮	৯.০৫	১০.৪৭	৯.০৪	১১.৩৩	৯.২৭
খ) বীমা	১০.০৩	৮.৩৮	১৪.৮৮	১১.৫৮	১০.২৬	৮.১৮
গ) অন্যান্য	১২.৪৭	১১.১৩	১৬.১০	১০.০৮	৯.৯৯	৮.৪৪
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৩.৭৫	৩.৮১	৩.৮৯	৩.৯৬	৪.০৫	৪.০৭
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৬.২১	৭.০১	৮.৩৫	৯.৬৭	৫.৮১	৫.০৭
১৩। শিক্ষা	৭.৮০	৮.০৫	৯.২৪	৯.৩৬	৭.২১	৯.৬৬
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৭.০২	৭.২০	৮.১০	৮.৩৫	৭.৯১	৭.৫১
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৪.৬২	৪.৭০	৪.৭২	৪.৭০	৪.৭৬	৪.৮৬
স্থির মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার	৬.১৯	৫.৭৪	৬.০৭	৬.৭১	৬.২৩	৬.০৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক

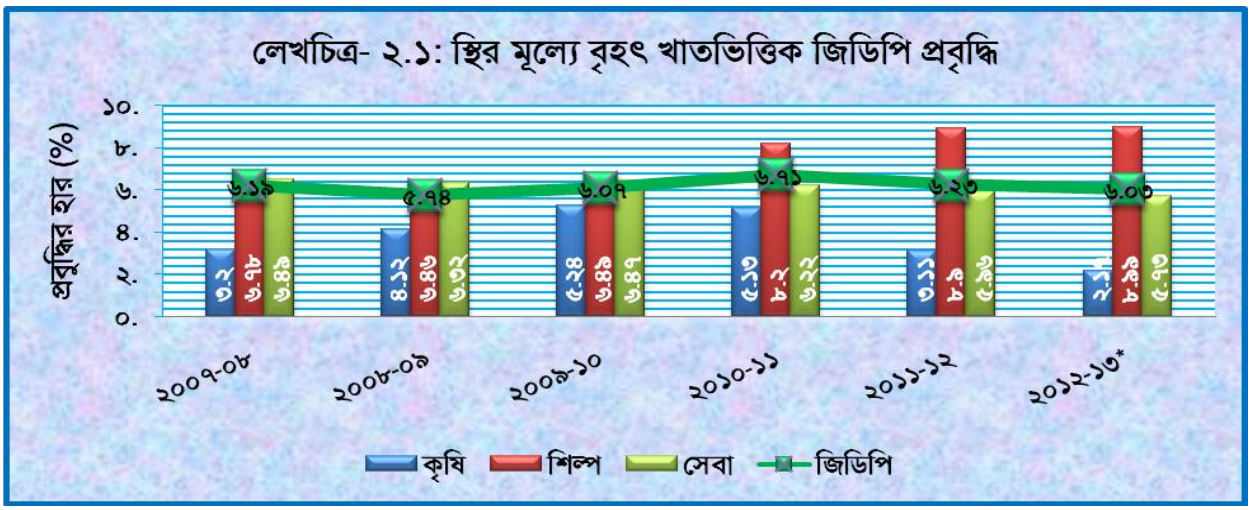

কৃষি খাত

চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরের স্থুল দেশজ উৎপাদ সার্বিক কৃষি (broad agriculture) খাতের মধ্যে কৃষি ও বনজ খাতে প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলন করা হয়েছে ১.১৮ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে ছিল ২.৪৬ শতাংশ। এ খাতের শস্য ও শাকসবজি উপখাতে চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ০.১৫ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১.৯৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে মোট খাদ্য শস্য (চাল, গম ও ভুট্টা) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৫৪.৬৬ লক্ষ মেট্রিক টন, যা গত অর্থবছরের মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন ৩৪৮.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন অপেক্ষা ৫.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী এ বছর আউশ ও আমনের উৎপাদন হয়েছে ১৫০.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন, যা গত বছরে ছিল ১৫১.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন। এ বছর বোরোর উৎপাদ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৮৭.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন, গত বছরে যার উৎপাদন ছিল ১৮৭.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন। পর্যাপ্ত সার ও সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা এবং অনুকূল আবহাওয়ার কারণে বোরোর উৎপাদন ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভূট্টা চাষের এলাকা বৃদ্ধির ফলে সেখানে লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত ফসল সম্ভব। তাই চূড়ান্ত হিসাবে খাদ্যশস্য উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা বাড়াতে হবে বলে মনে হয়।

চলতি অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ ও বনজ সম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৩.৪৯ শতাংশ ও ৪.৪৭ শতাংশ। গত অর্থবছরে এ দুই উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় যথাক্রমে ৩.৩৯ শতাংশ ও ৪.৪২ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ ও বনজ সম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উৎস হতে মোট মৎস্য উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৩৩.৯০ লক্ষ মেট্রিক টনে, যা ২০১১-১২ অর্থবছরের মোট মৎস্য উৎপাদনের (৩২.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন) তুলনায় ৩.৯২ শতাংশ বেশি। এ খাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৫.৫২ শতাংশ, যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল ৫.৩৯ শতাংশ।

শিল্প খাত

২০১২-১৩ অর্থবছরে সার্বিক শিল্প (broad industry) খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন খাতের প্রবৃদ্ধির হার ১১.১২ শতাংশ হয়েছে, ২০১১-১২ অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৭৯ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ১০.২৮ শতাংশ ও অন্যান্য খনিজ ও কয়লা উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ১২.২১ শতাংশ হবে বলে সাময়িক হিসাব করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ দুই উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল যথাক্রমে ৪.৯৯ শতাংশ ও ১১.৬৩ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে (বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে) ৯.৩৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, গত অর্থবছরে যা ছিল ৯.৩৭ শতাংশ। এর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উপখাতে গত অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির (১০.৫২) তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়ে চলতি অর্থবছরে দাঁড়ায় ১০.৩২ শতাংশে। তবে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প উপখাতে গত অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির (৬.৪৫) তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থবছরে ৬.৭৬ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক নিরূপিত শিল্প উৎপাদন সূচক (QIP, ভিত্তিবছরঃ ১৯৮৮-৮৯ = ১০০) অনুসারে ২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর'২০১২) পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উৎপাদ সূচকের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১০.৭৬ শতাংশে। এছাড়া, ২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উপখাতের পাট, তুলা, পোশাক ও চামড়া, কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য, ফুড বেভারিজ ও টোবাকো, রাসায়নিক দ্রব্য, পেট্রোলিয়াম ও রাবার, অ-ধাতব দ্রব্য, বেসিক ধাতব দ্রব্য, ফেব্রিকেটেড ধাতব দ্রব্য ইত্যাদি শিল্পে উৎপাদ সূচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কাঠের দ্রব্য ও আসবাবপত্রের উৎপাদ সূচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি বাজার ইউরোপীয় অঞ্চলে সার্বভৌম ঋণ সমস্যার প্রভাবে সে অঞ্চলের দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি শ্লথ হলেও বাংলাদেশের রপ্তানি খাত ইতিবাচক ধারায় রয়েছে । ২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১০.১৪ শতাংশ।

অপরদিকে, চলতি অর্থবছরে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি খাতে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৮.৫৭ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১২.০৩ শতাংশ। মূলত চলতি অর্থবছরে বিদ্যুৎ ও পানি উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় এ খাতের সার্বিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। তবে গ্যাস উপখাতে গত অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির হার ৪.২৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৯.১৬ শতাংশে। অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্মাণ খাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৮.০৫ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৭.৫৭ শতাংশ।

সেবা খাত

২০১২-১৩ অর্থবছরে সার্বিক সেবা (broad service) খাতের মধ্যে হোটেল ও রেঁস্তোরা; পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ; রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা; শিক্ষা; কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা প্রভৃতি খাতসমূহের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। পাশাপাশি, পাইকারি

ও খুচরা বিপণন; আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা; লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা প্রভৃতি খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের (৫.৬৩ শতাংশ) থেকে হ্রাস পেয়ে চলতি অর্থবছরে ৪.৬৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। হোটেল ও রেঁস্তোরা খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের (৭.৫৮ শতাংশ) তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৬৩ শতাংশ বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতে চলতি অর্থবছরে ৬.৭০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৬২ শতাংশ। এ প্রবৃদ্ধিতে ডাক ও তার যোগাযোগ সেবা এবং আকাশ পথ পরিবহন উপখাত এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ দুটি উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে যথাক্রমে ১০.৬৭ ও ১৪.৭৬ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ দুটি উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৯.২৪ ও ১৩.২৪ শতাংশ। অন্যদিকে এ খাতের উপখাতসমূহের মধ্যে পানি পথ পরিবহন উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলানায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৮.৯৯ শতাংশ, ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১১.০৪ শতাংশ। এ খাতের তিনটি উপখাতেই প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা খাতের প্রবৃদ্ধির হার চলতি অর্থবছরে ৪.০৭ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল ৪.০৫ শতাংশ। সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত অবশিষ্ট খাতসমূহের মধ্যে লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকর্ম এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৫.০৭ শতাংশ, ৯.৬৬ শতাংশ, ৭.৫১ শতাংশ এবং ৪.৮৬ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

স্থির মূল্যে জিডিপিতে খাতসমূহের অবদান

সারণি ২.৪-এ ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ১৪.৩৩ শতাংশ, ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল ১৫.০২ শতাংশ। কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভূক্ত তিনটি উপখাতেরই অবদান চলতি অর্থবছরে হ্রাস পেয়েছে। একইভাবে চলতি অর্থবছরে মৎস্য খাতের অবদান গত অর্থবছরের তুলনায় (৪.৩৯ শতাংশ) কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৪.৩৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সার্বিকভাবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ১৮.৭০ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে যা ছিল ১৯.৪২ শতাংশ।

২০১২-১৩ অর্থবছরে স্থির মূল্যে শিল্প খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন উপখাতের দাঁড়িয়েছে ১.৩৪ শতাংশ, যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল ১.২৮ শতাংশ। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতের অবদান ২০১১-১২ অর্থবছরের ১৮.৯৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৯.৫৪ শতাংশে পৌঁছেছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ খাত এবং নির্মাণ খাতের অবদান গত অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক শিল্প খাতের অবদান ৩১.৯৯ শতাংশ, যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল ৩১.১৩ শতাংশ।

২০১২-১৩ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সার্বিক সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৪৯.৩০ শতাংশ, যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল ৪৯.৪৫ শতাংশ । সার্বিক সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতের অবদান সর্বোচ্চ, যা চলতি অর্থবছরে ১৪.০৫ শতাংশ হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল ১৪.২৪ শতাংশ। সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। পরবর্তী অবস্থানসমূহে রয়েছে রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা (৬.৭৩ শতাংশ), কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা (৬.৫৪ শতাংশ)।

সারণি ২.৪: ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার

খাত/উপখাত	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
১। কৃষি ও বনজ	১৬.১৮	১৫.৯১	১৫.৮১	১৫.৫৮	১৫.০২	১৪.৩৩
ক) শস্য ও শাকসজি	১১.৬৪	১১.৪৩	১১.৪২	১১.৩২	১০.৮৬	১০.২৫
খ) প্রাণি সম্পদ	২.৭৯	২.৭৩	২.৬৫	২.৫৮	২.৫১	২.৪৫
গ) বনজ সম্পদ	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৩	১.৬৯	১.৬৬	১.৬৩
২। মৎস্য সম্পদ	৪.৬৫	৪.৫৮	৪.৪৯	৪.৪৩	৪.৩৯	৪.৩৭
৩। খনিজ ও খনন	১.২১	১.২৫	১.২৯	১.২৬	১.২৮	১.৩৪
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	০.৭৪	০.৭৬	০.৭৭	০.৭৩	০.৭২	০.৭৫
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	০.৪৭	০.৫০	০.৫১	০.৫৩	০.৫৬	০.৫৯
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	১৭.৭৭	১৭.৯০	১৭.৯৪	১৮.৪২	১৮.৯৬	১৯.৫৪
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১২.৬৩	১২.৭১	১২.৬৮	১৩.২০	১৩.৭৩	১৪.২৮
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৫.১৪	৫.১৮	৫.২৬	৫.২২	৫.২৩	৫.২৭
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	১.৫৯	১.৫৯	১.৬০	১.৬০	১.৬৯	১.৭৩
ক) বিদ্যুৎ	১.৩১	১.৩১	১.৩২	১.৩৩	১.৪১	১.৪৫
খ) গ্যাস	০.১৯	০.১৯	০.২০	০.১৯	০.১৮	০.১৯
গ) পানি	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.১০
৬। নির্মাণ	৯.১৩	৯.১২	৯.১০	৯.০৯	৯.২০	৯.৩৭
৭। পাইকারি ও খুচরা বিপণন	১৪.৩৭	১৪.৪১	১৪.৩৬	১৪.৩৩	১৪.২৪	১৪.০৫
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	০.৭০	০.৭১	০.৭২	০.৭৩	০.৭৪	০.৭৫
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১০.৪৪	১০.৬৫	১০.৭৯	১০.৭০	১০.৭৪	১০.৮০
ক) স্থুল পথ পরিবহন	৬.৪২	৬.৩৮	৬.৩৬	৬.২১	৬.১৭	৬.১০
খ) পানি পথ পরিবহন	০.৮২	০.৭৯	০.৭৫	০.৭২	০.৬৮	০.৬৫
গ) আকাশ পথ পরিবহন	০.১১	০.১২	০.১২	০.১২	০.১৩	০.১৪
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	০.৩৩	০.৩৪	০.৩৫	০.৩৪	০.৩৫	০.৩৬
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	২.৭৬	৩.০২	৩.২১	৩.৩১	৩.৪১	৩.৫৬
১০। আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	১.৮১	১.৮৬	১.৯৫	২.০১	২.১০	২.১৬
ক) ব্যাংক	১.৩৪	১.৩৮	১.৪৪	১.৪৭	১.৫৪	১.৫৯
খ) বীমা	০.৩৯	০.৪০	০.৪৩	০.৪৫	০.৪৬	০.৪৭
গ) অন্যান্য	০.০৭	০.০৮	০.০৮	০.০৯	০.০৯	০.০৯
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৭.৪৯	৭.৩৪	৭.১৮	৭.০০	৬.৮৬	৬.৭৩
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২.৭৬	২.৭৮	২.৮৪	২.৯২	২.৯১	২.৮৮
১৩। শিক্ষা	২.৫৮	২.৬৪	২.৭১	২.৭৮	২.৮১	২.৯০
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	২.৩১	২.৩৪	২.৩৮	২.৪২	২.৪৬	২.৪৯
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৭.০১	৬.৯৩	৬.৮৩	৬.৭১	৬.৬২	৬.৫৪
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক

জিডিপিতে সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন সারণি ২.৫ ও লেখচিত্র-২.২-এ দেখানো হয়েছে। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জিডিপিতে কৃষি থেকে শিল্প খাতের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা এ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে।

সারণি ২.৫: স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬) দেশজ উৎপাদ সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা

অবদান (শতকরা হার)										
খাত	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	২০০০-০১	২০০৫-০৬	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
কৃষি	৩৩.০৭	৩১.১৫	২৯.২৩	২৫.৬৮	২৫.০৩	২১.৮৪	২০.২৯	২০.০১	১৯.৪২	১৮.৭০
শিল্প	১৭.৩১	১৯.১৩	২১.০৪	২৪.৮৭	২৬.২০	২৯.০৩	২৯.৯৩	৩০.৩৮	৩১.১৩	৩১.৯৯
সেবা	৪৯.৬২	৪৯.৭৩	৪৯.৭৩	৪৯.৪৫	৪৮.৭৭	৪৯.১৪	৪৯.৭৮	৪৯.৬০	৪৯.৪৫	৪৯.৩০
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
প্রবৃদ্ধি (শতকরা হার)										
কৃষি	৩.৩১	৩.৩১	২.২৩	৩.১০	৩.১৪	৪.৯৪	৫.২৪	৫.১৩	৩.১১	২.১৭
শিল্প	৫.১৩	৬.৭২	৪.৫৭	৬.৯৮	৭.৪৫	৯.৭৪	৬.৪৯	৮.২০	৮.৯০	৮.৯৯
সেবা	৩.৫৫	৪.১০	৩.২৮	৩.৯৬	৫.৫৩	৬.৪০	৬.৪৭	৬.২২	৫.৯৬	৫.৭৩
সার্বিক জিডিপি (উৎপাদন মূল্যে)	৩.৭৪	৩.৩৪	৩.২৪	৪.৪৭	৫.৪১	৭.০২	৬.২২	৬.৫৯	৬.২৮	৬.০৬

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক

লেখচিত্র ২.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গত তিন দশকে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে এবং শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সেবা খাতের অবদান প্রায় একই রয়েছে।

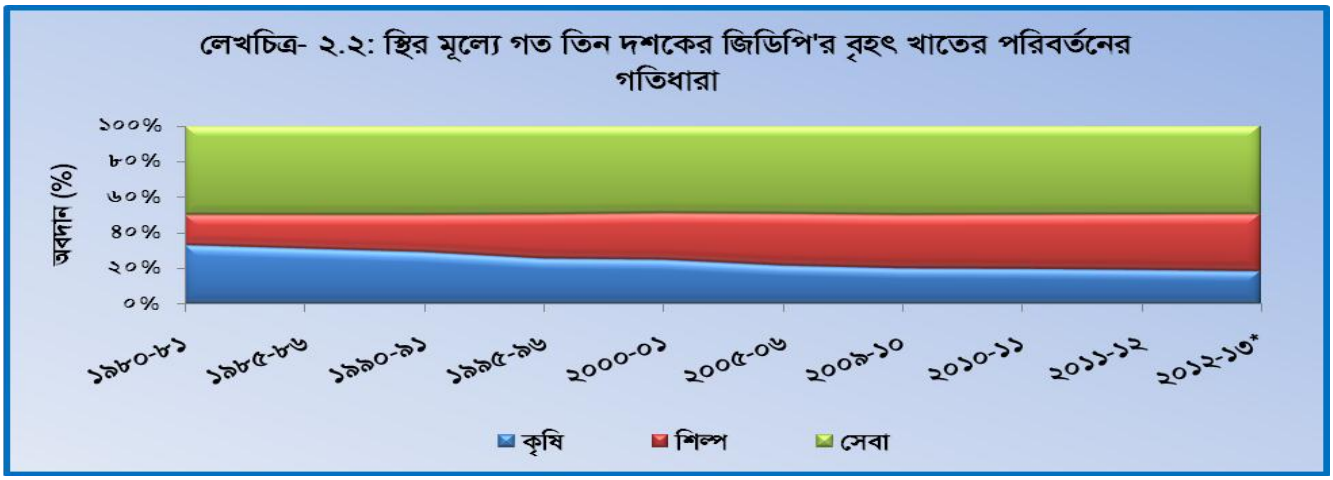

ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি

সারণি ২.৬ এ ব্যয়ভিত্তিতে নিরূপিত জিডিপি ও সারণি ২.৬ এ জিডিপি'র শতকরা হারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাময়িক হিসাবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জিডিপি'র ৮০.৭৫ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল ৮০.৭৪ শতাংশে। সারণি ২.৭ হতে দেখা যায়, ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ১৯.২৬ শতাংশ ও ২৯.১৮ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ১৯.২৫ শতাংশ ও ২৯.৫১ শতাংশ। অর্থাৎ চলতি অর্থবছরে রেমিটেন্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলেও দেশজ সঞ্চয় গত অর্থবছরের তুলনায় প্রায় একই রয়েছে।

সারণি ২.৬: চলতি বাজারমূল্যে ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. অভ্যন্তরীণ চাহিদা [(২)+(৩)]	৪৯১৯০৮	৫৬৭১০৪	৬৪১১৩১১	৭২৪২৮২	৮৪৩৪০০	৯৮৪৯৭৮	১১১৬৭৫৮
২. ভোগ	৩৭৬৩১৭	৪৩৪৯৭১	৪৯১২৯১	৫৫৪৭৭১	৬৪৩০২২	৭৪১২৮৭	৮৩৮১৪৫৩
সরকারি	২৬১০৬	২৮৮৩১	৩২৩৫৪	৩৭২৭২	৪৬০৮৭	৫১২৯০	৫৬৯৩০
বেসরকারি	৩৫০২১২	৪০৬১৪০	৪৫৮৯৩৯	৫১৭৪৯৯	৫৯৬৯৩৫	৬৮৯৯৯৮	৭৮১২১৫
৩. বিনিয়োগ	১১৫৫৯০	১৩২১৩২	১৪৯৮৩৯	১৬৯৫১১	২০০৩৭৮	২৪৩৬৯১	২৭৮৬১৩
সরকারি	২৫৭২৯	২৭০৪২	২৮৮৯৮	৩৪৮২০	৪৪৯৩৪	৫৯৬৫৫	৮১৪৮৬
বেসরকারি	৮৯৮৬২	১০৫০৯০	১২০৯৪২	১৩৪৬৯১	১৫৫৪৪৪	১৮৪০৩৬	১৯৭১২৭
৪. নীট রপ্তানি	-৩২৭২৩	-৪৫৯১৪	-৪৩৮০৩	-৪৫৮৯৫	-৬৯৩৯০	৮২১৭৭	৮৪৫৬৭
৫. মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয়	৪৫৯১৮৫	৫২১১৯০	৫৯৭৩২৮	৬৭৮৩৮৬	৭৭৪০১০	৯০২৮০২	১০৩২১৯১
৬. মোট দেশজ উৎপাদ	৪৭২৪৭৭	৫৪৫৮৩	৬১৪৭৯৫	৬৯৪৩২৪	৭৯৬৭০৪	৯১৮১৪১	১০৩৭৯৮৭
৭. পরিসংখ্যানিক পার্থক্য	১৩২৯২	২৪৬৩৮	১৭৪৬৭	১৫৯৩৮	২২৬৯৪	১৫৩৪০	৫৭৯৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জিডিপি'র শতকরা হারে মোট বিনিয়োগ চলতি অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র শতকরা হারে গত অর্থবছরের তুলনায় এ বছরে বৃদ্ধি পেলেও বেসরকারি বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৬.৮৪ শতাংশে, গত অর্থবছরে যা ছিল জিডিপি'র ২৬.৫৪ শতাংশ। এর মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ২০.০৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৮.৯৯ শতাংশে এবং সরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ৬.৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৮৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সারণি ২.৭: ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হারে)

খাত	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
১. ভোগ	৭৯.৬৯	৭৯.৯১	৭৯.৯০	৮০.৭১	৮০.৭৪	৮০.৭৫
সরকারি	৫.২৮	৫.২৬	৫.৩৭	৫.৭৮	৫.৫৯	৫.৪৮
বেসরকারি	৭৪.৪১	৭৪.৬৫	৭৪.৫৩	৭৪.৯৩	৭৫.১৫	৭৫.২৬
২. বিনিয়োগ	২৪.২১	২৪.৩৭	২৪.৪১	২৫.১৫	২৬.৫৪	২৬.৮৪
সরকারি	৪.৯৫	৪.৭০	৫.০১	৫.৬৪	৬.৫০	৭.৮৫
বেসরকারি	১৯.২৫	১৯.৬৭	১৯.৪০	১৯.৫১	২০.০৪	১৮.৯৯
৩. অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	২০.৩১	২০.০৯	২০.১০	১৯.২৯	১৯.২৬	১৯.২৫
৮. জাতীয় সঞ্চয়	৩০.২১	২৯.৫৭	৩০.০২	২৮.৭৮	২৯.১৮	২৯.৫১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক

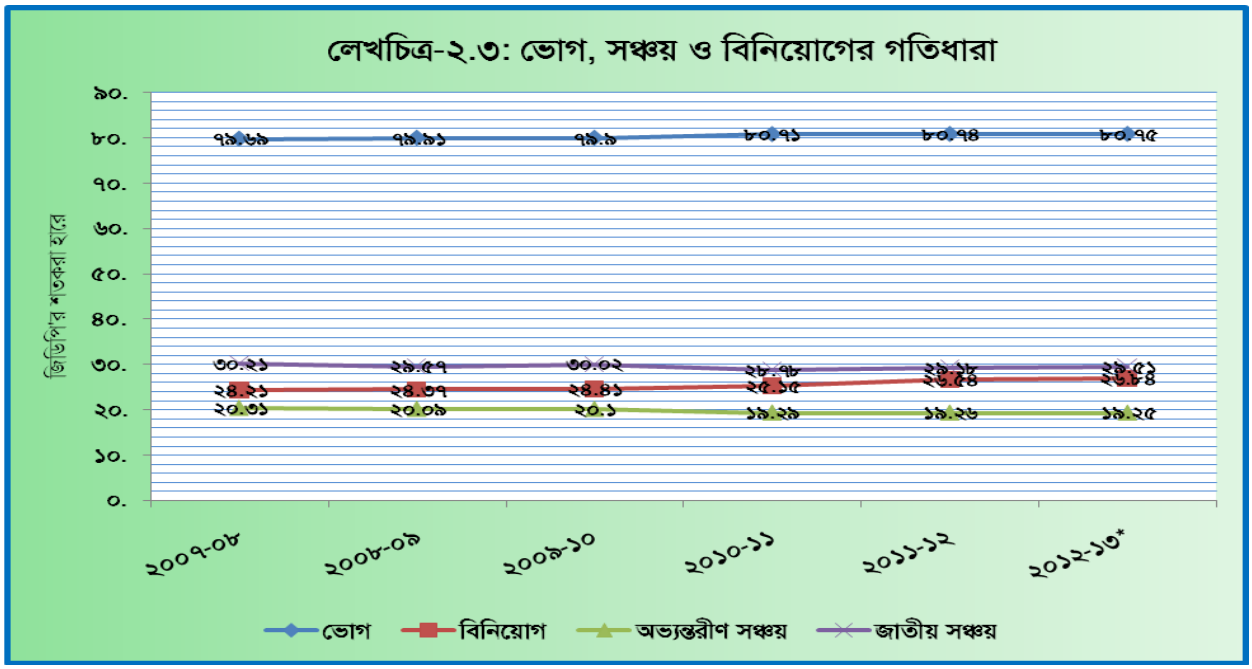

বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দ্রুত বিদ্যুতায়নের প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন, জ্বালানীর বহুমুখীকরণ, রেল, সড়ক, নৌ-পথ এবং স্থল, নৌ ও বিমান বন্দরসমূহের সম্প্রসারন ও উন্নয়নসহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও পিপিপির আওতায় অবকাঠামো খাতে যে ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নের ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।